



বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনুস শপথ গ্রহণ করেন। তিনি একজন বাংলাদেশী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক। অধ্যাপক ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। মুহাম্মদ ইউনুস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি জাতিসংঘ ফাউন্ডেশন বোর্ডের একজন সদস্য।

জন্ম ও জন্মস্থান	২৮ জুন, ১৯৪০, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে।	
শিক্ষাজীবন	<ul style="list-style-type: none"> চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মুহাম্মদ ইউনুস মেধা তালিকায় ১৬তম স্থান অধিকার করেন এবং চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে মুহাম্মদ ইউনুস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং বিএ এবং এমএ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। 	
কর্মজীবন	<ul style="list-style-type: none"> ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ড. মুহাম্মদ ইউনুস গ্লোবাল কমিশন অফ উইমেন হেলথ, সাসটেইনেবল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের উপদেষ্টা পরিষদ এবং ইউএন এক্সপার্ট গ্রুপ অন উইমেন অ্যান্ড ফাইন্যান্সে কাজ করেছেন। 	
মুক্তিযুদ্ধে অবদান	<ul style="list-style-type: none"> ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ড. মুহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশে জনমত গড়ে তোলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদানের জন্য সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। 	
মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কর্মকান্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সময় ইউনুস দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন। তিনি গবেষণার লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্প চালু করেন। ১৯৭৪ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনুস তেভাগা খামার প্রতিষ্ঠা করেন যা সরকার প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় অধিগ্রহণ করে। 	
গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা	<ul style="list-style-type: none"> ড. মুহাম্মদ ইউনুস ১৯৭৬ সালে গরিব বাংলাদেশীদের মধ্যে ঋণ দেবার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামীণ ব্যাংক ৫.৩ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করে। ঋণের টাকা ফেরত নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক “সংহতি দল” পদ্ধতি ব্যবহার করে। ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক বৈধ এবং স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। 	
প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> Banker to the Poor: Micro-lending and The battle against World Poverty. (১৯৯৮) Three Farmers of Jobra; Department of Economics, Chittagong University; (১৯৭৪) Creating a World Without Poverty 	<ul style="list-style-type: none"> আত্মজীবনী মূলক বই - দারিদ্র্য হীনবিশ্বের অভিযুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন পথের বাধা সরিয়ে নিন, মানুষকে এগুতে দিন
সম্মাননা	<ul style="list-style-type: none"> ড. মুহাম্মদ ইউনুস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬২টি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ড. মুহাম্মদ ইউনুস যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। 	
উল্লেখযোগ্য পুরস্কার	<ul style="list-style-type: none"> প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড (১৯৭৮) রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার (১৯৮৪) কেন্দ্রীয় ব্যাংক অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৫) স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৭) আগা খান অ্যাওয়ার্ড। (১৯৮৯) নোবেল পুরস্কার (শান্তি)(২০০৬) বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৪) পিফার শান্তি পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৪) 	<ul style="list-style-type: none"> শান্তি মানব পুরস্কার (ম্যান ফর পিস এওয়ার্ড), ইতালি (১৯৯৭) সিডনি শান্তি পুরস্কার, অস্ট্রেলিয়া (১৯৯৮) ফ্রান্সলিন ডি রুজভেল্ট স্বাধীনতা পুরস্কার, নেদারল্যান্ড (২০০৬) সিউল শান্তি পুরস্কার, কোরিয়া (২০০৬) রেড ক্রস স্বর্ণ পদক, স্পেন (২০০৭) ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল এ্যাওয়ার্ড, ক্যালিফোর্নিয়া (২০০৮) প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম, যুক্তরাষ্ট্র (২০০৯)